২২/১০/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ........................
পৃষ্ঠা — ৪ ...... কলাম ... ২ ......

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সচল

দীর্ঘ আড়াই মাস ধরিয়া অচলাবস্থা চলিবার পর গতকাল বুধবার হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ক্লাস শুরু হইয়াছে। ছাত্রদল আহূত লাগাতার ধর্মঘটের ফলে এই অচলাবস্থা দেখা দিয়াছিল। সদ্য সমাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে চার দলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের পর গত ৫ অক্টোবর ছাত্রদল তাহাদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়া নেয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নহে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ও গতকাল খুলিয়াছে। দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার অবসান ঘটিবার এই সকল সংবাদ সমগ্র জাতির জন্য স্বস্তিদায়ক। আড়াই মাসের অচলাবস্থার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে নূতন করিয়া আরও এক বৎসরের সেশনজট দেখা দিয়াছে। এই জট নিরসন করিতে হইলে যে কোন মূল্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিতে হইবে। নূতন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দলের নাম ভাঙ্গাইয়া সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হইলে কাহাকেও রেহাই দেওয়া হইবে না। দেশবাসী তাহার এই ঘোষণার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করিতে চায়। কারণ নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হইয়া উঠিবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি ছাত্রদলের ক্যাডারদের দখলে চলিয়া আসিয়াছে। এই দখল-বেদখলের প্রক্রিয়ায় যাহারা হল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহিষ্কার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়া যাহারা হলগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ছাত্ররাজনীতিতে ক্যাডার নামে পরিচিত। দখল-বেদখলের ফলে সৃষ্ট পালাবদল ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাতে সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়াসহ একাধিক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়াছে। নূতন শাসক জোটের বড় শরিক বিএনপি কঠোর হস্তে এই সকল অপকর্ম দমন করিতে সক্ষম না হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে শিক্ষার পরিবেশ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ব্যতিক্রম সত্ত্বেও বিগত সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। বৎসরের পর বৎসর জমিয়া থাকা সেশনজট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা সম্ভব হইয়াছিল। নূতন সরকারের আমলে যদি সন্ত্রাস চলিতে থাকে তবে ইহার সমুদয় দায়ভার বিএনপির উপর বর্তাইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে দেশবাসী গোটা দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পরিমাপ করিবার ব্যারোমিটার হিসাবে গণ্য করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ করিয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ উপহার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নির্বাচনে জয়ী হইয়াছে। এখন সময় আসিয়াছে এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি পূরণের স্বাক্ষর রাখিতে হইবে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে অথবা অবসান ঘটিয়াছে—' এই ধরনের সংবাদ যাহাতে ভবিষ্যতে আর পরিবেশন করিতে না হয় আমরা তাহাই কামনা করি।